OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 276 - 282
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 276 - 282
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

কালকূটের ‘শাম্ব’ : মূল্যবোধের অবক্ষয়ে জনজাগরণের ডাক

পিয়ালী বসু
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : basu.piyali.11@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Kalkut, Shambaw, Indian Mythology, Turbulent political situation, Despair, Leprosy, Obstacles, Inspiration, Soul-searching, Faith.

Abstract
Renowned Novelist Sri Samresh Basu has written a number of travel-novels based on Indian mythology under the pseudonym ‘Kalkut’. The novel, here we are discussing is ‘Shambaw’. This was first published in the 1978 issue of ‘Sharadiya Desh Patrika’. In this novel how ‘Kalkut’ has drawn a mythological character ‘Shambaw’ as a real-life, struggling character and by reconstruction of mythology how the novel has become a contemporary life story, that's the main point of this discussion. Shambaw's novel is based on an insignificant story and character of the Indian mythology, but here Kalkut has been able to reconstruct parts of the mythology from the very beginning. Due to the inevitable curse of his father Sri Krishna, Shambaw came down with terrible disease leprosy. This sudden calamity in the life of the improbable handsome Shambaw, saddens him but does not discourage. He faces destiny. As the father instructed, he patiently moves forward on the difficult path to release from the curse. In this journey, not only alone Shambaw, but also many others leprosy sufferers like him are encouraged by Shambaw to get rid of this disease. Here, Shambaw is presented as an inspiration to those who have lost hopes in their life. The tone of transition from doubt, crisis, despair that were formed in the turbulent political situation of that real time, can be heard in the character of ‘Shambaw’, written by Kalkut. How Shambaw called for soul-searching and great mass-awakening, despite the decline of values of that time by defeating so many obstacles, is the main focus of this discussion.

Discussion

ঔপন্যাসিক সমরেশ বসুর ‘শাম্ব’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৮-এর শারদীয়া ‘দেশ’-এ। উপন্যাসটি তিনি লিখেছিলেন কালকূট ছদ্মনামে। কাহিনির মূল প্রোটাগনিস্ট শ্রীকৃষ্ণ ও জাম্ববতীর পুত্র শাম্ব, যে কিনা তার জগৎ-রক্ষাকারী পিতা শ্রীকৃষ্ণের অনিবার্য অভিশাপের শিকার; পৌরাণিক এই তথ্যটুকু সামনে রেখে উপন্যাসের প্রারম্ভে সমরেশ বসু জানিয়ে দেন–

> "শাম্ব-কাহিনী— বিশেষতঃ তাঁর পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হওয়া, শাপমোচন ও মুক্তি, বহুবিধ ঘটনা তত্ত্ব তথ্যের জালে আবৃত। আমি তার অনেক বিষয়ই বাহুল্যবোধে ত্যাগ করেছি। কেবল তাঁর প্রতি পিতার অভিশাপের কারণ এবং শাপমোচন বিষয়কেই আমি যথাসম্ভব সহজভাবে বলতে চেয়েছি। কৃষ্ণ যেমন আমার কাছে ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহামানব, তেমনি শাম্বকেও আমি প্রাচীনতম কালের একজন আশ্চর্য প্রতিভাশালী, ত্যাগী, 'বিশ্বাসী' উজ্জ্বলতম ব্যক্তিরূপে দেখেছি। ...শাম্ব আমার কাছে এক 'সংগ্রামী' ব্যক্তি, 'বিশ্বাস' এখানে আমার বক্তব্য বিষয়, এবং এক বিপন্ন ব্যক্তির উত্তরণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখাতে চেয়েছি, দেখতে চেয়েছি কালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।"[১]

সচেতনভাবেই উপন্যাসের প্রাককথন অংশে লেখকের উচ্চারিত এই 'ত্যাগী', 'বিশ্বাসী', 'সংগ্রামী', 'বিশ্বাস' শব্দগুলির ব্যবহার পাঠককে প্রত্যয়ী করে তোলে যে এই উপন্যাসের নায়ক 'শাম্বপুরাণে' উল্লেখিত মুষল প্রসবকারী, যদুবংশের ধ্বংসের কারণ হওয়া কৃষ্ণতনয় শাম্বের কেবলমাত্র শাপগ্রস্থ জীবনের করুণ আখ্যান নয়। অভিশাপের গহ্বরকে ইচ্ছাশক্তির আলোক আশীর্বাদের আধারে পরিণত করলে বদ্ধ জীবনের স্তব্ধতায়ও যে মুক্তির দোলা লাগে – এ কাহিনি তেমনই এক আশাবহ দ্যোতনার কথা বলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ভারত ব্রিটিশশক্তির শাসনমুক্ত হলেও ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোয় খুব তাড়াতাড়ি বিরাট কিছু ইতিবাচক বদল ঘটেছিল এমনটা নয়। বরং এতদিনকার দাসত্ব এবং একই সঙ্গে শাসক-অনুগত বুর্জোয়া কাঠামোয় অভ্যস্ত হয়ে পড়া ভারতীয় সমাজ পরিসরে বিবিধ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেও ব্যাপকভাবে কোনো পরিবর্তন সংগঠিত করা যায়নি। অথচ ক্রমবর্ধমান সামাজিক-মানসিক অবক্ষয়, বেকারত্ব, অনিশ্চয়তা, পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তীব্রতা, সাম্যবাদী রাজনীতি নির্ভর আন্দোলনের সূচনা প্রভৃতি ইস্যুতে সাধারণ মানুষ বারবার অসহায়তা, নিরাপত্তাহীনতা, অস্থিরতার শিকার হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের কয়েক বছরের মধ্যেই অস্তিত্বের তীব্র সংকট, বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণায় আহত, রক্তাক্ত মানুষের সংশয়কে সমসময়ের সাহিত্য অস্বীকার করেনি কখনওই। সমরেশ বসুর লেখক সত্তাও স্বভাবত এর ব্যতিক্রম নয়।

ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে চাকরিরত অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন সমরেশ বসু। প্রত্যক্ষ দলীয় রাজনীতির সঙ্গে এই সংযোগ, লেখক সমরেশ বসুর জীবনে চারপাশের মানুষ এবং সমাজ সম্পর্কে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটায়। এই একই সময়ে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনেও যুক্ত হন। ফলত, শ্রমজীবি মানুষদের চাহিদা, জীবনযন্ত্রণা সর্বোপরি তাদের চরিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে লেখকের। কাজের জায়গায় এবং বস্তিতে বসবাসের অভিজ্ঞতা তাঁকে আদতে মানুষকে অনুভব করার সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। ১৯৪৪ সালে সমরেশ বসু কমিউনিস্ট পার্টির প্রথাসিদ্ধ সদস্যপদ পান। একইসঙ্গে জারি থাকে একেবারে তৃণমূলস্তরের মানুষের জীবনগুলোকে উপলব্ধি করার, তাদের পাওয়া-না পাওয়াগুলোকে বোঝার চেষ্টা। তাই, পার্টির সক্রিয় সদস্যপদ পাওয়ার চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই ব্যক্তি সমরেশ বসু তাঁর দলের কার্যকলাপ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন, কিছু মৌলিক প্রশ্ন করতে থাকেন লাগাতার। অথচ, তেমন কোনো সদুত্তর না পেয়ে ধীরে ধীরে এই দলীয় রাজনীতি থেকেই একসময় সমরেশ বসু সরে আসেন বিশ্বাসভঙ্গ কিংবা মোহভঙ্গের আঘাত নিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন করার অভ্যাস জারি থাকে ব্যক্তি সমরেশের। ১৯৪৮–৪৯ এই কালপর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্তি সমরেশ মারফত স্থান পায় লেখক সমরেশ বসুর বিভিন্ন সৃজনশীল লেখায়। কারণ, সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে এলেও সমরেশ বসুর মননে সচেতনভাবেই সর্বদা বহমান ছিল তাঁর রাজনৈতিক চেতনা। নিজমুখে তিনি এ কথা বলেওছেন —

> "আমি এখনও বিশ্বাস করি কোনো রাজনৈতিক দলভুক্ত হই বা না হই, রাজনীতি সম্পর্কে সব মানুষেরই সচেতন ও অবহিত থাকা উচিত। এই বোধ আমি কমিউনিস্ট পার্টি থেকে পেয়েছিলুম।"[২]

কমিউনিস্ট মতবাদে সংঘাত, কংগ্রেসে ভাঙন, নকশালপন্থীদের আগমন, স্বাধীনতাত্তোর ভারতে প্রথম জরুরি অবস্থার মতো একাধিক রূদ্ধশ্বাস ঘটনার উত্তাল আবহের ফসল 'আত্মিক-সংকট'-কে সঙ্গে নিয়েই বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত হওয়া সমরেশ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 276 - 282
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বসু কখনও স্বনামে আবার কখনও ছদ্মনামে, আজীবন তাঁর লেখায় সোচ্চার থেকেছেন মানুষের জন্য। আলোচ্য 'শাম্ব' উপন্যাসটিও লেখকের এই বিশেষ মানসিক প্রতীতিজাত।

স্বনামে লেখা সৃজনশীল কীর্তি 'বি.টি.রোডের ধারে', 'গঙ্গা', 'বাঘিনী', 'বিবর', 'যুগ যুগ জীয়ে' প্রভৃতি বহুল-আলোচিত উপন্যাসে কিংবা 'স্বীকারোক্তি', 'আদাব', 'মানুষ' ইত্যাদির মতো জনপ্রিয় গল্পে মানুষের যে স্বভাবধর্মের অনুসন্ধান সমরেশ বসু করেছেন, সেই অনুসন্ধান অনেকাংশে স্থিতধী সমাধানের পথ দেখেছে তাঁর 'কালকূট' ছদ্মনামে লেখা সাহিত্য-সৃষ্টিগুলিতে। ঘটনাচক্রে এই ছদ্মনামের আড়ালেই লেখা সমরেশের অনবদ্য সাহিত্য কীর্তি 'শাম্ব'। অভিধানিক ভাষ্যে 'কালকূট' শব্দের অর্থ হল তীব্র বিষ। বিশ্বাসহীনতা, সংকীর্ণ ব্যক্তি-স্বার্থ, লোভ-লালসাময় কুৎসিত চক্রব্যূহকে অতিক্রম করে যেতে চাইলে চতুষ্পার্শ্বের সংশয়, অবিশ্বাস, অপ্রেম, হিংসার হলাহলকে পান করেই যেখানে নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে হবে, সেখানে একমাত্র সম্বল মানুষ 'মানুষ' হিসাবে যা হতে পারত, সেই চরম আশাবাদী প্রত্যাশাকে জিইয়ে রাখা। এ যেন বিষে বিষে বিষক্ষয়। তাই 'কালকূট' ছদ্মনামে লেখা সাহিত্য-সৃষ্টিগুলিতে লেখক সমরেশ বসু বিচিত্র মানুষের ভীড়ে যেমন 'প্রকৃত' মানুষকে খুঁজতে চেয়েছেন, তেমনি আত্মানুসন্ধানও করেছেন। স্বনামের সীমারেখায় লেখক সমরেশ অনেক বেশি করে সমাজ-রাজনীতির গ্লানি, যন্ত্রণা, অবক্ষয়ের রূপকার। কিন্তু 'কালকূট' নামের বিজয়পতাকায় যে সব লেখা সমরেশ লিখেছেন তাতে অনেক বেশি করে পীড়িত মানুষের আত্মনির্মাণের সন্ধান আছে, আছে মানবিক উৎকর্ষতার খোঁজ, মুক্তির খোঁজ। তবে, বাংলা সাহিত্যে সমরেশ বসু এমন একজন লেখক যিনি তাঁর 'সমরেশ' ও 'কালকূট' দুটি সত্তাকেই সমান দক্ষতায় পরিচালনা করেছিলেন। তাইতো, আলোচ্য 'শাম্ব' উপন্যাসটির রচনাকাল এবং কাহিনির গন্তব্যের দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় এই উপন্যাস রচনার মূলে একটি স্পষ্ট পূর্বসূত্র ছিল। 'শাম্ব' রচনার ঠিক একবছর আগে বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের অস্থিরতার সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল লেখক সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া'। উপন্যাসটি উত্তরকালে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অনেক সমরেশ-গবেষকরাই সংগ্রামী চেতনার দিক থেকে 'শাম্ব' উপন্যাসটিকে 'মহাকালের রথের ঘোড়া'-র অনুসারী বলেছেন। কারণ দুটি উপন্যাসেই 'কুষ্ঠ' নামক বেদনাদায়ক রোগটির উল্লেখ আছে, এবং তা এসেছে বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার প্রতীকস্বরূপ। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা 'মহাকালের রথের ঘোড়া'-র রুহিতনের কুষ্ঠ হয়েছিল। তবে জেলমুক্তির পর বাড়ি ফিরে এসে সে বুঝতে পেরেছিল নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সে বেমানান, এমনকী তার রোগ তাকে তার পরিবার থেকেও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। যে সমাজ পরিবর্তনের জন্য তার লড়াই সেই বৃহত্তর সমাজে এবং তার নিজের পরিবারে সবদিক থেকেই বর্তমানে ব্রাত্য রুহিতনের জীবনে এরপর নেমে আসে অন্ধকারের রূদ্ধ-সঙ্গীত। হতাশায় নিমজ্জিত রুহিতন তার নিজের পুরোনো রিভলবারের ট্রিগার টিপেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কিন্তু, এই হতাশা গ্রাস করে না 'শাম্ব' উপন্যাসের নায়ক চরিত্র শাম্বকে। জীবনের রূপ-রস-লাবণ্যকে হারিয়ে শাপগ্রস্ত কুষ্ঠরোগের জীবন বহন করলেও শাম্বের যাত্রা শুরু হয় অভিশাপ-মুক্তির পথে। কখনও নিজের উপর আস্থা হারায়নি শাম্ব, অথচ পরিস্থিতি এমন জটিল ছিল যে অচিরেই সে জীবনবিমুখ হতে পারত, কিন্তু হয়নি। উপন্যাসের মুখবন্ধে কালকূট তাই লেখেন, -

> "আমি একটি ব্যক্তির কথাই বলতে চেয়েছি, যিনি অতি দুঃসময়েও বিশ্বাস হারান না, যিনি দৈহিক ও মানসিক কষ্টের ভিতর দিয়েও, নিরন্তর উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করেন।"[৩]

এ কথা যখন কালকূট লেখেন তখন অনিবার্য ভাবেই হয়ত তার লেখক সমরেশের সৃষ্টি রুহিতনকে মনে পড়ে। রুহিতন যেখানে হেরে গিয়েছিল, সেখান থেকেই বিজয়রথে আরোহন করে শাম্ব। রাজনৈতিক এবং সামাজিক 'সংগ্রাম'-এ বিধ্বস্ত, 'আদর্শ', 'মতবাদ', 'পথ'-কে ক্রমাগত প্রশ্ন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া মানুষের কথা বলে চলা সমরেশ বসু, তাঁর অভিন্ন সত্তা কালকূটের হাত দিয়ে যেন লিখিয়ে নেন অন্য একধরণের মানুষের কথা, যাদের জীবনে 'সংগ্রাম', 'বিশ্বাস' ইত্যাদি শব্দগুলো শেষপর্যন্ত প্রবল ইতিবাচক ভাবে জিতে যায়। আর, এই প্রকল্পে কালকূট আশ্রয় করেন এক পুরাকালিক চরিত্রকে।

১৮৯৩ সালে মুম্বাইয়ের ক্ষেত্ররাজ বেঙ্কটেশ্বর মুদ্রণালয় থেকে দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশিত হয় বশিষ্ঠ বিরচিত 'শাম্বপুরাণ'। অথচ, পুরাণ পরিচয়ে যে মূল আঠারোটি পুরাণের নাম পাওয়া যায়, সেখানে এই 'শাম্বপুরাণ' বা বিজনবিহারী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 276 - 282
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গোস্বামী কর্তৃক এই 'শাম্বপুরাণ'-এর আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ 'শ্রী সাম্বপুরাণ'-এর কোনো উল্লেখ নেই। কালকূট তাঁর 'শাম্ব' চরিত্র নির্মাণে মূল সংস্কৃত 'শাম্বপুরাণ'-কেই অনুসরণ করেছিলেন, যা আদতে ভারতবর্ষে সূর্য্যোপাসনার উল্লেখকারী একটি অর্বাচীন পুরাণ।[৪] তবে কৃষ্ণতনয় শাম্বকে নতুন রূপে বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত করার কারণটি লুকিয়েছিল এই উপন্যাস রচনারও প্রায় চোদ্দ/ পনেরো বছর আগের একটি ঘটনায়। সে সময় কালকূট উড়িষ্যার কোনারকের সূর্যমন্দিরে গিয়েছিলেন। লেখক স্বয়ং সে কথা জানিয়েছেন 'নির্জন সৈকতে' নামক রচনায়—

> "দূর থেকে যে মুহূর্তে কোনারক চোখে পড়ল, প্রথমেই একটা আইডিয়া মনের মধ্যে ভেসে উঠল ব্ল্যাক প্যাগোডা। দূর থেকে কালো রঙের এক স্তব্ধ বিশাল কালো প্রস্তর স্তূপের মতো সূর্য মন্দিরকে দেখতে পেলাম। মনের মধ্যে ভেসে উঠল, সেই পৌরাণিক কাহিনি; কৃষ্ণের ঔরসে জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্র, সুপুরুষ শাম্বের সঙ্গে কোনো কারণে দেবর্ষি নারদের বিবাদ হয়। দেবর্ষি নারদ তাঁর কৌশল অনুযায়ী শাম্বর ওপর প্রতিশোধ নেন।"[৫]

এই শাম্বকেই নানান কথায় ভুলিয়ে রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণের প্রমোদকাননে নিয়ে যান দেবর্ষি। কৃষ্ণের ষোল-সহস্র রমণী তখন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে স্নানবিলাসে রত। গোপিনীরা তাদের জলকেলি স্থলে অসম্ভব রূপবান শাম্বের এই হঠাৎ আগমনে সকলেই মুগ্ধ হয়। প্রায় সকলেই তারা শাম্বের প্রতি কামনায় মত্ত হয়ে ওঠে। দেবর্ষির উদ্দেশ্য সফল হয়। কারণ তিনি চেয়েছিলেন শাম্বকে তার পিতা শ্রীকৃষ্ণের রমণীসুখের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কৃষ্ণের সামনে উপস্থিত করতে। ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ পুত্র শাম্বকে অভিশাপ দেন এই বলে যে তার রূপ, যৌবন সমস্তই কুষ্ঠরোগে বিনষ্ট হবে অচিরেই। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক শাম্বের কাছ থেকে এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য এরপর শুনলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অভিশাপ ফিরিয়ে নেন না। কিন্তু রোগমুক্তির উপায় হিসাবে মৈত্রেয়-অরণ্যে গিয়ে বারোবছর সূর্যের উপাসনা করতে বলেন নিজপুত্র শাম্বকে। শাম্ব তাই করে এবং দীর্ঘ তপস্যার পর রোগমুক্ত হয়ে চন্দ্রভাগা নদীতট থেকে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে সূর্যমন্দির নির্মাণ করে। সূর্যমন্দির প্রতিষ্ঠার এই কাহিনি শাম্বপুরাণের মূল উপজীব্য। পুরাণের এই কাহিনিকেই কালকূট খুঁজে নিতে চেয়েছেন মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে। প্রাচীন বিশ্বাস মতে সূর্যপূজার মধ্যে দিয়ে মানুষ পবিত্র হতে চায়। এই চাওয়াকেই লেখক কালকূট এখানে প্রাধান্য দিয়েছেন ব্যাধি থেকে, শাপ থেকে মুক্তির আকাঙ্খার মধ্যে দিয়ে। অন্যায্য অভিশাপের শিকার শাম্বের ব্যাধি এখানে সমাজ ব্যাধি হিসাবেও যেমন এসেছে, তেমনই আক্ষরিক অর্থে নিদারুণ এই রোগটির যন্ত্রণার বিবরণ হিসাবেও উপন্যাসের কাহিনিতে কুষ্ঠরোগটির কথা উচ্চারিত হয়েছে। তবে, রোগযন্ত্রণা, প্রিয়জনের অভিশাপ পেরিয়েও যখন শাম্ব শেষপর্যন্ত এই সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে 'নয়া মানুষ' হয়ে উঠেছে, তখন তার এই মুক্তি হয়ে উঠেছে সর্বাত্মক।

ব্যক্তি সমরেশ বসু তাঁর দলীয় রাজনৈতিক জীবনে এমন কিছু মানুষ দেখেছিলেন যারা দলের প্রতি, আদর্শের প্রতি একান্ত অনুগত। অথচ ক্ষমতার চূড়ায় আসীন একদল ব্যক্তি তাদের কায়েমি স্বার্থপূরণে সদা তৎপর হয়ে, প্রতিমুহূর্তে অসৎ পথ বেছে নিচ্ছে এবং ওই সাধারণ অনুগত, প্রকৃত অর্থেই সৎ মানুষগুলোকে ঠকিয়ে চলেছে ক্রমাগত। ফলত, নিচুতলার এক বৃহৎ সংখ্যক কর্মীদের বিশ্বাস ভেঙে যাচ্ছে। কার্যত এই ভাঙনই শেষপর্যন্ত ব্যক্তিচেতনায়, মূল্যবোধে চরম অবক্ষয়কে ডেকে আনে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই ঘটনা কেবল ব্যক্তি সমরেশ বসুর সমকালে সীমাবদ্ধ থাকে না, যে কোনও সচেতন চিন্তনবৃত্তে এই ধরনের ঘটনা আমাদের চারপাশে আজও ভীষণরকম ভাবে উপলব্ধ। তবে, লেখক সমরেশ বসু তাঁর 'কালকূট' সত্তায় অনুভব করেছিলেন তৎকালীন সেই দ্বন্দ্ববহুল, দীনতায় ভরা, নিরাশার জীবনগুলিতে আশা, ভরসা, সংগ্রামী মানসিকতা, সর্বোপরি জীবনের প্রতি বিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই, 'শাম্ব' উপন্যাসের 'শাম্ব' হয়ে উঠেছে জীবনের প্রেরণা, যে জীবনকে ও জগতকে দেখেছে সংগ্রামী মানসিকতায়, বিশ্বাসী দৃষ্টিতে। অন্যের কল্যাণকামনায় নিজের নিঃসঙ্গ জীবনটা জুড়ে নিতে পারলে আধুনিক মানুষের জীবনযন্ত্রণা কিছুটা হলেও লাঘব হয়। এই উপন্যাসে শাম্বকেও দেখি কেবল নিজের মুক্তি নয়, তার সমতুল্য অপরের মুক্তিতেও আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে সে।

অভিশাপগ্রস্ত পুত্রের অবস্থান্তর ঘটাতে পারেন না কৃষ্ণ। শাম্বের অপরূপ যৌবনে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হওয়া নিয়তির পরিণাম হিসাবেই ব্যাখ্যাত হয়। রোগমুক্তির নিদান হিসাবে মিত্রবনে গিয়ে সূর্যদেবতার পুজো করতে বলা হয় শাম্বকে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 276 - 282
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কারণ সূর্য সমস্ত অমঙ্গল ও ব্যাধিবিনাশকারী শক্তির উৎস। কুষ্ঠের সৌজন্যে অত্যন্ত রূপবান শাম্ব তখন পরিণত হয়েছে কদর্য শরীরে –

> "তাঁর নাসিকা মধ্যস্থল দুই গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভগ্ন। তাঁর ভ্রূযুগল কেশহীন। সমস্ত মুখমণ্ডল মলিন কালিমালিপ্ত এবং তাম্রাভ। কোথাও রক্তাভ শুদ্ধ ঘা এবং অতি গলিত। বিশাল চক্ষুদ্বয়ের কৃষ্ণপুচ্ছসকল পতিত হয়েছে। ফলে চোখ অতি রক্তাভ ও দগদগে দেখাচ্ছে। তাঁর সমগ্র দেহের চর্ম স্ফীত, বিবর্ণ, হাত পা বিকলাঙ্গের ন্যায়। কেবলমাত্র চোখের দৃষ্টি অতি করুণ, অসহায়।"[৬]

যে বিনাদোষে প্রিয়জনের কাছ থেকে এতবড় শাস্তি পায়, এই অবস্থায় তার জীবন হতাশার অন্ধকারে স্বভাবতই ডুবে যায়। কিন্তু এই চরম দুর্দশাতেও শাম্ব স্থির থাকে, সিদ্ধান্ত নেয় নিয়তির মুখোমুখি সে দাঁড়াবে, শাপমুক্ত হবে। রাজভবনের বিলাসিতা, স্ত্রী লক্ষণা, মা-বাবা, অন্যান্য পরিজন সবাইকে ছেড়ে এসে এক অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় শাম্ব। এই যাত্রাপথ শাম্বকে প্রকৃত জীবনপাঠ দেয়। দীর্ঘ এবং ক্ষুরধার কঠিন এই পথ চলতে চলতে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয় সে। শাম্বের কুৎসিত চেহারায় ভীত হয়ে তাকে নরখাদক ভেবে বসে কেউ, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এমনকী পথের সারমেয়রা তাকে নানাভাবে লাঞ্ছিত, অপদস্ত করে। কিন্তু এ সবকিছুই সহ্য করে নেওয়ার সহনশীলতা অর্জন করে শাম্ব। শাম্ব লক্ষে অবিচল, তাকে রোগমুক্ত হতেই হবে। শরীরের কষ্টে, মনের যন্ত্রণায় কাতর হলেও কখনও ক্রোধানলে ভস্মীভূত হয়নি শাম্ব। সে জগৎপতি কৃষ্ণের সবচেয়ে রূপবান পুত্র, তবু কেন তাঁর এমন ব্যাধি হল, কেন তার ভাগ্যেই এমন অকারণ শাস্তিভোগ লেখা হল– এই সমস্ত প্রশ্ন শাম্বের কাছে বাতুলতামাত্র। এই সমস্ত জিজ্ঞাসা আসলে নিজেকেই অশান্ত করে, রক্তাক্ত করে। তাই প্রবল বাধা আসলেও শাম্ব স্থিতধী থাকে এই ভেবে যে সে 'অভিশাপগ্রস্ত', আর তাই এই অভিশাপমুক্তিই তার জীবনের লক্ষ্য। উপন্যাসে আছে কুষ্ঠ আক্রান্ত শাম্বকে কোনোভাবেই স্পর্শ করবে না বলে যদুকূল-রমণীরা দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মিষ্টি দিচ্ছে শাম্বকে। নৌকার মাঝি করুণাবশত খেয়া পারানির অর্থ নিচ্ছে না শাম্বর কাছ থেকে। রোগ তাকে সমাজবিচ্ছিন্ন করলেও, অভিশাপ তাকে জীবনবিমুখ করেনি। অভিশপ্ত মানুষের বোঝা যে একাই বয়ে বেড়াতে হয় এই ঘটনা কালকূটের আদৌ কষ্টকল্পনা নয়। কুষ্ঠ মানব শরীরে বাসা বাঁধলে তার কদর্যতার চরম সীমা নিয়ে প্রকাশিত হয় আক্রান্তের দেহে। কুষ্ঠরোগীকে তাই অপর মানুষ ভয় করে, ঘৃণাও করে। এই ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিত ছিলেন ব্যক্তি সমরেশ বসু। সুরথ ওরফে সমরেশ বসুর কৈশোরকালের বন্ধু 'সেন্টু' আক্রান্ত হয়েছিল এই কুষ্ঠ রোগে। খুব কাছ থেকে কিশোর সুরথ তার বন্ধুর ক্রমাগত পচে যাওয়া, গলিত, মথিত দেহটাকে দেখেছিল। অনুভব করেছিল সেন্টুর ব্যথা-বেদনা, নিঃসঙ্গতাকে।[৭] সেন্টু শেষপর্যন্ত বাঁচেনি। কিন্তু আজীবন সে জীবিত ছিল সুরথ অর্থাৎ সমরেশের মনের মধ্যে। 'মাইক্রো ব্যাক্টেরিয়াম লেপ্রি' নামক জীবাণুর দ্বারা সংক্রামিত এই ক্রনিক রোগে আক্রান্ত রোগীর প্রথমে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এই রোগে আসল ক্ষতি হয় মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি অঙ্গহানি, পঙ্গুত্ব বা শরীর-বিকৃতি। তবে, আশার কথা এই যে, সঠিক সময়ে রোগনির্ণয় হলে এই ভয়াবহ রোগও নিরাময় হয়। সমসময়ে সমরেশ বসু কুষ্ঠরোগ এবং রোগ-নির্মূলকরণে আমাদের দেশে গৃহীত একাধিক উদ্যোগের সাক্ষী। কুষ্ঠ অভিশাপ নয়, কুষ্ঠরোগীকে ঘৃণা নয়, সময় মতো চিকিৎসা করালে এই রোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হওয়া যায়— এই সচেতনতাবোধ তখন সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকেই সাধারণ জনমানসে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এ প্রসঙ্গে কলকাতায় মাদার টেরিজা প্রতিষ্ঠিত 'নির্মল হৃদয়'-এর উদ্যোগে কুষ্ঠ আক্রান্তদের জন্যই নির্মিত সেবাকেন্দ্র 'শান্তিনগর'-এর কথা উল্লেখ্য, যাঁদের কর্মকাণ্ড নিশ্চিতভাবেই জানতেন সমরেশ বসু। তবে, 'শাম্ব' উপন্যাসের পাঠকমাত্রই বুঝতে পারে যে শুধুমাত্র শারীরিক, মানসিক কষ্টের প্রতিরূপ হিসাবেই কালকূট তাঁর এই লেখায় কুষ্ঠকে আনেননি। মানুষের মনে, সমাজের রন্ধ্রে, রন্ধ্রে ষড়যন্ত্রের বুননে যে পচন ধরেছে, তার সমূলে উৎপাটন দরকার। তাই শাম্বের অভিশাপমুক্তির পথ হয়ে ওঠে অনন্য। কঠিন কৃচ্ছসাধনের সে পথে শাম্ব কেবল একা রোগমুক্ত হয় না, আরও অনেক রোগগ্রস্ত মানুষকে সে কাঙ্খিত মুক্তি এনে দেয়।

উপন্যাসে আছে, দীর্ঘ পথ চলতে চলতে সাতটি ঋতু অতিক্রম করে শাম্ব চন্দ্রভাগা নদীতীরের মিত্রবনে পৌঁছায়। সেখানে প্রত্যাশিত সূর্যালোক খুঁজে পাওয়ার আগেই সে দেখে ওই স্থানে শাম্বের মতো আরও সত্তর জন কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 276 - 282
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নারী-পুরুষ-শিশু মানুষের সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো বসবাস করছে, যাদের ক্রমশ পচিত-গলিত, ক্ষয়প্রাপ্ত শরীরের একমাত্র বিনোদন, টিকে থাকার একমাত্র উপায় অবাধ যৌনাচার। এরা সবাই যেন আমাদের চারপাশের এই পাঁকে নিমজ্জিত সমাজের প্রতিনিধি, যাদের গড্ডালিকা প্রবাহে জীবন ভাসিয়ে দেওয়াই একমাত্র ভবিতব্য। কিন্তু কালকূট নিয়তির এই বিধানকেই খণ্ডাতে চান ইচ্ছেশক্তির প্রাবল্যে। তাই তাঁর সৃষ্টি শাম্ব বুঝতে পারে মিত্রবনে এলেই রোগমুক্ত হওয়া যায় না, রোগমুক্তির উপায় জানা যায় এবং সেই উপায় কার্যকর করতে গেলে সৎচেষ্টা দরকার। এই চেষ্টা শাম্ব একাই করতে পারত, কিন্তু শাম্বের মধ্যে দিয়ে অবক্ষয়ী সমাজে জনজাগরণের ডাক দিতে চেয়েছেন কালকূট। তাই অভিশাপ মুক্তির পথে শাম্ব জুড়ে নিল ওই সত্তরজন হতভাগ্য মানুষকেও। বলাই বাহুল্য সত্তর এখানে কেবল একটা সংখ্যামাত্র।

তবে, আত্মনির্মাণ এত সহজাত নয়, তাই শাম্বর আহ্বানেও সবাই সঠিক সাড়া দিতে পারেনি প্রথমটায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত এদের মধ্যে অন্যতম মানুষ 'নীলাক্ষী'র সহযোগিতায় সবাই এগিয়ে আসে। পূর্বে এই নীলাক্ষীর মানসিকতাও ছিল চরম হতাশাময়, শাম্বের যৌনসংসর্গের দাবিদার ছিল সে। কিন্তু নিজলক্ষ্যে অবিচল শাম্ব তার স্থিতধী মনের স্পর্শে বদল ঘটিয়েছিল নীলাক্ষীর মননেও। ক্রমশ গোষ্ঠীবদ্ধ সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল শাম্ব। দীর্ঘ যাত্রাপথে বারো ঋতুতে দ্বাদশ নদীতে স্নান করে নদীর জল থেকে পাওয়া কল্পতরু কাঠের সূর্যমূর্তি নিয়ে এক বছরেরও বেশি সময় পরে মিত্রবনে ফিরে আসে শাম্ব। সঙ্গে তখন সত্তর জনের মধ্যে টিকে যাওয়া মাত্র চোদ্দজন সহযাত্রী। পথের দুর্গমতা অতিক্রম করতে না পারা বাকি সহযোদ্ধারা হারিয়ে যায় চিরতরে। কিন্তু যারা শেষপর্যন্ত ধৈর্য বজায় রাখতে পারে, লেগে থাকতে পারে জীবনের পথে তারাই 'শাম্ব' হয়, 'নীলাক্ষী' হয়। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল বলেছিল এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা। 'শাম্ব' উপন্যাসের শাম্ব কেবল বেঁচে থাকে না, সংযমের পথগামী হয়ে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে পায়ে হেঁটে, চিরদিনের মতো এই ব্যাধি দূর করতে সূর্যদেবের পূজারী খুঁজে আনে সুদূর শাকদ্বীপ থেকে। তাদের বদান্যতায় শাম্ব সহ ওই চোদ্দজন সম্পূর্ণভাবে একটা সময় রোগমুক্ত হলেও শাম্ব থেমে থাকে না। তার সহযোদ্ধাদের চিরদিনের মতো ফেলে একা দ্বারকায় ফিরে আসে না সে পূর্বের রাজসুখ ভোগের জন্য। নিজের প্রাপ্য, পূর্বে উপার্জিত রাজঅর্থ ব্যয় ক'রে দ্বাদশ বর্ষশেষে মূলস্থান মিত্রবন, কালপ্রিয় কালনাথক্ষেত্র ও উদয়াচলের সমুদ্রতীরের কোণবল্লভ ক্ষেত্রে তিনটি সূর্যমন্দির স্থাপন করে শাম্ব। দূর দূরান্ত থেকে সাধারণ মানুষ এখানে ছুটে আসে সূর্য-উপাসনার পাশাপাশি দুরারোগ্য রোগমুক্তির আশায়। দ্বারকাপুরীর ভোগবাসনা, ঐশ্বর্য, সুন্দরী স্ত্রী লক্ষণা, ইন্দ্রিয়সুখ সবকিছুকে সজ্ঞানে ত্যাগ করে শাম্ব এরপর সমাজের বৃহৎ সত্তা হিসাবে সমাজসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। পরার্থে জীবনদানের যে আনন্দ সেই আনন্দ স্পর্শ করেছিল শাম্বকে। শাম্বের অজান্তেই তার নামে নগরের নাম হয়েছিল 'শাম্বপুর'। নীলাক্ষীর কাছে শাম্ব হয়ে উঠেছিল সূর্যদেবতা 'বিবস্বান'-এর প্রতীক। আর এই বিরাট কর্মকাণ্ডে সাফল্যের একমাত্র ভাগীদার হিসাবে শাম্ব কোনোদিন কেবল নিজেকে মনে করেনি। নীলাক্ষিকে সে বলে, -

> "প্রথম ও দ্বিতীয় রাত্রের কথা আমি ভুলিনি। তুমিও আমার অতি শক্তিময়ী মমতাময়ী মৈত্র। তুমি বিনা আজ এ সার্থকতা সম্ভব ছিল না।"[৮]

অহমিকাশূন্য, পরার্থপর শাম্ব এবং নীলাক্ষী পরস্পর পরস্পরের প্রকৃত মিত্র হয়ে ওঠে। শাম্ব নীলাক্ষীর কপালে ডান হাত স্পর্শ করে বলে, মৈত্রেয় কখনও মৈত্রেয়কে মিথ্যা বা দ্বিধাসূচক কথা বলে না। নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় এমন সহযোদ্ধা, কমরেডের নিদর্শন সমরেশ বসু হয়ত খুঁজলেও পাননি। তাঁর 'স্বীকারোক্তি' গল্প কিংবা 'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাস সেই সাক্ষ্যই দেয়।

শাম্বর জীবনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত তার আরোগ্য লাভ নয়, বরং আরোগ্য লাভের জন্য সহকুষ্ঠরোগীদের উৎসাহী ও বিশ্বাসী করে তোলা তার কাছে অধিকতর তাৎপর্যবাহী। শাম্ব তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে সে তাদের নায়ক হতে আসেনি, উপদেশ দিতে আসেনি, তারা সবাই সমগোত্রীয়। এই কথোপকথনের রচয়িতা সেই মানুষটি যিনি তাঁর দলের নেতাদের চোখে নায়ক হওয়ার লোভ দেখেছিলেন। এই কথোপকথনের মধ্যে ব্যক্তি সমরেশ বসু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যে প্রশ্নগুলো তুলেও উত্তর পাননি, তারই একটা সদুত্তর নির্মাণ করেছেন। উপদেশ না দিয়ে শাম্ব তার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 276 - 282
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সহযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। 'সিমপ্যাথি' নয় শাম্ব এখানে 'এম্প্যাথি'-তে ভরপুর। এই শাম্ব তাই সকলের মধ্যেও স্বতন্ত্র। আর এই অনন্যতার পুরস্কার জীবনও তার হাতে তুলে দেয়। এককালে যে দেবর্ষির কূট ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল শাম্ব, সেই দেবর্ষি নারদও মুগ্ধ হয়ে মিত্রবনের শাম্ব প্রতিষ্ঠিত কল্পতরু কাঠের বিগ্রহের নামকরণ করেন 'শাম্বাদিত্য' নামে। অভিশাপের দিনেও যে শাম্ব চোখের জল ফেলেনি, দেবর্ষি নারদের এহেন কাজকর্মে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে সেই শাম্ব। সে বুঝতে পারে, এতদিনে তার সত্যিকারের শাপমুক্তি ঘটেছে।

যে বিশ্বাসের ভিত পীড়িত মানুষকেও আত্মনির্মাণে সাহায্য করে সেই বোধের জাগরণের ডাক দেন কালকূট তাঁর শাম্ব চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তিসত্তার জাগরণ এবং সমবেত জনমানসের উত্তরণ– এই অপরূপ মেলবন্ধনে শাম্ব হয়ে ওঠে কালকূটের কাঙ্খিত জনপ্রতিনিধি। শাম্ব তার শাপমুক্তির যাত্রাপথে কেবল শাপমুক্ত হয়নি, সে চিনেছিল ত্যাগ ও ভোগকে, চিনেছিল সংশয় ও উদ্যমকে। তাই স্ত্রী লক্ষণাকে শাম্ব বলতে পেরেছিল, -

"জীবন কখনও এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না, তা সতত সঞ্চারমান, পরিবর্তনশীল।"[৯]

এই পরিবর্তনশীলতাকে উপলব্ধি করেই জীবনপথে এগিয়ে চলতে হয়– এই সারসত্যের ব্যাখ্যাতা হয়ে উঠেছে কালকূটের 'শাম্ব'।

Reference:

১. কালকূট, 'শাম্ব', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, অষ্টাদশ মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০২১, কলকাতা, উপন্যাসের মুখবন্ধ অংশ।
২. মৈত্র, মানিক, 'কালকূটের শাম্ব পাঠ ও প্রাপ্তি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ২০২৪, কলকাতা, পৃ. ২১
৩. কালকূট, 'শাম্ব', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, অষ্টাদশ মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০২১, কলকাতা, উপন্যাসের মুখবন্ধ অংশ।
৪. 'এবং জলার্ক' পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৯, পৃ. ১২৬
৫. দ্রষ্টব্য - 'নির্জন সৈকতে', বসু, সমরেশ, কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ২০১
৬. কালকূট, 'শাম্ব', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, অষ্টাদশ মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০২১, কলকাতা, পৃ. ৫৪
৭. 'দেশ' পত্রিকা, সমরেশ বসু স্মরণ সংখ্যা, ১৯৮৮, এই সংখ্যায় আনন্দ বাগচীর লেখা 'সমরেশ: আদরা বনাম খসড়া' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।
৮. কালকূট, 'শাম্ব', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, অষ্টাদশ মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০২১, কলকাতা, পৃ. ৯৪
৯. কালকূট, 'শাম্ব', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, অষ্টাদশ মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০২১, কলকাতা, পৃ. ৯১